বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানী ও গবেষকদের এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ ও বিশেষ অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২ চৈত্র ১৪২৩, ১৬ মার্চ ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ফেলোশিপ ও অনুদানপ্রাপ্ত গবেষকবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় অনুদানের জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রী, ফেলো, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। একইসঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার। যে দেশে থাকবে না দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

ব্যক্তি জীবনে হোক বা জাতীয় জীবনেই হোক, সামনে এগিয়ে যেতে হলে একটা লক্ষ্য বা ভিশন ঠিক করতে হয়। আবার শুধু লক্ষ্য ঠিক করলেই হয় না, তা বাস্তায়নের কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া চাই।

একটি প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৮ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করি। যার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। একইভাবে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে প্রণয়ন করি রূপকল্প-২০৪১।

এসব রূপকল্প বাস্তবায়নের কৌশল যখন আমরা প্রণয়ন করি, তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মূলচালিকাশক্তি হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া কাঙিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না। আর সেজন্য প্রয়োজন মানব-সম্পদ গড়ে তোলা।

একটি উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি গড়তে হলে সবার আগে প্রয়োজন দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। আমি মনে করি শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ।

আমরা একটি যুগোপযোগী শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। চলতি বছর ৪ কোটি ২৬ লাখ ৫৩ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। গত আট বছরে সর্বমোট প্রায় ২২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্বে বিনামূল্যে বই বিতরণের এমন নজির নেই।

আমরা ২৬-হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি। একইসঙ্গে এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারি করা হয়।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩১ হাজার ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩৬৫টি কলেজ সরকারি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেসব উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই, সেসব উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ করা হবে।

২০০১-এ বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় গিয়ে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২০০৯ সালে থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬টি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে।

যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব জেলায় একটি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

উন্নত বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউটে পরিচালিত গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে এমএস এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরিই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের আওতায় এ যাবত বিদেশে ৫০-জন এমএস ও ৬০-জন পিএইচডি এবং দেশে ১০০-জন পিএইচডি ও ১১-জন পিএইচডি-উত্তর গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিদেশে এমএস কোর্সে ৩৭-জন ও পিএইচডি কোর্সে ৩০-জন এবং দেশে পিএইচডি-তে ৩৮-জন এবং পিএইচডি-উত্তর কোর্সে ৮-জন শিক্ষার্থী/গবেষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে যাতে ফেলোশিপ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা যায় সে জন্য গঠন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ট্রাস্ট।

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে এমএস, এমফিল, পিএইচডি ও পিএইচডি-উত্তর পর্বের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫ হাজার ৯০১ জন ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকের মধ্যে ৩৭ কোটি ৫১ লাখ ৮৯ হাজার টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ১ হাজার ৭০২ জন ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষককে ৯ কোটি ৯১ লাখ ১৭ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ফেলোশিপের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। জ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞান-নির্ভর সমাজ গঠনে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেই আমার বিশ্বাস।

২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত ১ হাজার ৭৫৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৬৮ কোটি ৯৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ৩৯৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ১১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের সকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। যে কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের ঐ মূল লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিত্য নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই আমরা উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। আমি বিজ্ঞান গবেষকদের এ লক্ষ্য অর্জনে আরও আন্তরিক, উদ্যমী হওয়ার অনুরোধ জানাই।

সুধী গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,

গবেষক ও শিক্ষার্থীগণকে অধিকতর মনোনিবেশে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাই। আমাদের সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নে আর্থিক অনুদানসহ অন্যান্য সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করবে।

তবে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আমাদের সীমিত সম্পদ থেকে যে অনুদান বা সুযোগ-সুবিধা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। মনে রাখবেন, এই অর্থ আমাদের দেশের গরিব মানুষের। আপনাদের লক্ষ্য হবে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রামেও আমরা বিজয়ী হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...